সাতদিন

১ নবেম্বর : আগারগাঁওয়ে সন্ত্রাসীরা পিটিয়েছে র‍্যাব সদস্য ও সোর্সকে। পৃথক ঘটনায় মোট তিনজনকে গণধোলাই। অপহরণের মামলার আসামি ছাত্রদল নেতা একরাম যোগদান করলো জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইতে।

২ নবেম্বর : মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত : নন ব্যালটি হজ যাত্রীদের বিমান ভাড়ার ব্যাপারে সরকার দায়িত্ব নেবে না।

রাজশাহী, লামা ও চকরিয়ায় বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার।

৩ নবেম্বর : সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধের সিদ্ধান্ত স্থগিত।

বান্দরবানে বিমান বিধ্বংসী সেল ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৮ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার।

৪ নবেম্বর : ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ৪ আসামি গ্রেপ্তার। তদন্তে নতুন মোড়। ঈদের জামাত নিয়ে ৫ জেলায় সংঘর্ষ। নিহত ৩, আহত ২০০।

৫ নবেম্বর : ঈদের তিন দিনের ছুটিতে মোট ৩১ জন খুন। সিলেটে জনতা আটক করেছে ২ জেএমবি সদস্যকে।

৬ নবেম্বর : সরকারি ক্রয় বিধিমালাকে আইনে পরিণত করায় মন্ত্রীদের আপত্তি। দেশে ই গভর্নেন্স চালুর প্রথম পদক্ষেপ। সরকারি ফরমের ওয়েবসাইট ও সিডি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী।

৭ নবেম্বর : ৩টি প্রকল্পে ৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা অনিয়ম। বরাদ্দ বাতিল। টাকা ফেরত চায় বিশ্ব ব্যাংক।

নিরাপত্তায় অতিষ্ঠ ঢাকাবাসী

খোন্দকার তাজউদ্দিন

ঈদ করতে যারা ঢাকার বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে তারা নিশ্চয়ই শহরটির ভিন্ন চেহারা দেখছেন। পুরো শহর ছেয়ে ফেলেছে নিরাপত্তারক্ষীরা। সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশ, বিডিআর মিলে পুরো শহরকে যুদ্ধকালীন আবহ দিয়েছে। যুদ্ধ নয়, আসন্ন সার্ক সম্মেলন সফল করতেই এই নিরাপত্তার বহর।

সার্কের ৭টি দেশসহ অন্যান্য দেশের ভিআইপিদের নিরাপত্তার জন্য ৩০ হাজার সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সশস্ত্র বাহিনীর নিরাপত্তাকর্মীরা বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছে। ভিআইপিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য আকাশপথে হেলিকপ্টার টহল দিচ্ছে। বিমানবন্দর থেকে শাহবাগ পর্যন্ত ফুটপাতে হকার বসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাজধানীতে প্রবেশ করার সব পথে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে। এছাড়া সিএনজি, ট্যাক্সিক্যাব, মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকারে বিশেষ তল্লাশি করা হচ্ছে। গত ৫ দিনে পুলিশ রাজধানী থেকে সাড়ে ৮০০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে ৪ জন ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় সন্দেহভাজন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বলে ২১৯ জন, ৫৪ ধারায় ৫০ জন, ডিএমপি অধ্যাদেশে ২৭৫ জন। পুলিশের এ অভিযানে সাধারণ জনগণের ভোগান্তি বেড়ে চলেছে।

পুলিশের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে পুলিশের আইজি আব্দুল কাইয়ুম সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'নিরাপত্তার জন্য সর্ববৃহৎ প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ৩০ হাজার ফোর্স নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন রয়েছে। আকাশপথে হেলিকপ্টার দিয়ে টহল দেয়া হবে। হেলিকপ্টারে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী অবস্থান করবে। আর বিভিন্ন অভিযোগে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা নির্দোষ তাদের ছেড়ে দেয়া হবে।'

সার্কের সব ভেন্যুতে ও আশপাশে পুলিশের গোয়েন্দারা ৭৬টি দলে ভাগ হয়ে ৬০০ সদস্য কাজ করছে। শেরাটন, বাংলাদেশ-চীনমৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, হোটেল সোনারগাঁও, জিয়ার মাজার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ নিরাপত্তা গ্রহণ করা হয়েছে।

সার্কের নিরাপত্তার জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রোডে ভিআইপি ব্যতীত অন্য লোকদের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভিআইপিরা জিয়া বিমানবন্দরে অবতরণের পর থেকে শেরাটনে আসার আগ পর্যন্ত নিরাপত্তার জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে।

বিদেশী অতিথিদের অবস্থান নিরাপদ করতে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কারো আপত্তি নেই। কিন্তু জনজীবনে ভীতি ছড়িয়ে শহরজুড়ে স্থবিরতা আনার কোনো মানে নেই। তাছাড়া ঢাকায় নিরাপত্তা দিতে গিয়ে অন্য শহরের আইনশৃঙ্খলায় যে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখাটা জরুরি।

ভেঙে গেছে জনযুদ্ধ
আবার অশান্ত আন্ডার ওয়ার্ল্ড

মামুন রহমান, *যশোর থেকে*

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দোর্দন্ড দাপটধারী চরমপন্থি দল পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল জনযুদ্ধ) ভেঙে গেছে। পার্টির সাবেক সেকেন্ড ইন কমান্ড সাইফুজ্জামান সোয়েব ওরফে রিপনের ভাই সুমনের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে নতুন দল পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল গণফৌজ)। জনযুদ্ধ ভেঙে যাওয়ার পর দু'পক্ষ এখন রয়েছে মুখোমুখি অবস্থানে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে ঘায়েল করার প্রতিহিংসায় রয়েছে রণসাজে। এ অবস্থায় গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নতুন করে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থার মধ্যে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ শীর্ষ চরমপন্থি জনযুদ্ধ প্রধান আব্দুর রশিদ মালিথা ওরফে দাদা তপনসহ ২০ চরমপন্থিকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কার ঘোষণা এবং নবগঠিত গণফৌজসহ জনযুদ্ধ পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে পাল্টা অ্যাকশনে যাওয়ার হুমকি দেয়ায় নতুন করে রক্তারক্তির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের ওপর ভয়াবহ বোমাহামলাসহ বেশ কয়েকটি প্রতিশোধমূলক হত্যাকান্ডও ঘটেছে। এসব ঘটনাকে অশনি সংকেত হিসেবেই দেখছে সাধারণ মানুষ।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিরাজমান ডজনখানেক চরমপন্থি দলের মধ্যে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত। কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে দলটি ২০০৩ সালের জুলাই মাসে ভেঙে যায়। দলের সিংহভাগ নেতা-কর্মী নিয়ে বেরিয়ে এসে আব্দুর রশিদ তপন গঠন করে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল জনযুদ্ধ)। একের পর এক হত্যাকান্ড, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়ে দলটি ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টির পাশাপাশি একক আধিপত্য সৃষ্টি করে। কোণঠাসা হয়ে পড়ে অন্য দলগুলো। অভিযোগ ছিল, ক্ষমতাসীন জোট সরকারের প্রধান শরিক বিএনপির খুলনা কেন্দ্রিক কতিপয় নেতার সঙ্গেও জনযুদ্ধের ভালো সম্পর্ক ছিল। তাদের মাধ্যমেই জনযুদ্ধ প্রশাসনসহ উচ্চমহলে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে। যে কারণে অন্য চরমপন্থি দলের নেতা-কর্মীরা পুলিশ ও র‍্যাবের হাতে ধরা পড়লেও রক্ষা পেয়ে যাচ্ছিলো জনযুদ্ধ। শুধু তারাই ধরা পড়ছিলো, যারা বেয়াড়া ও পার্টির জন্য ক্ষতিকর। জনযুদ্ধের ওপর উপরমহলের ছায়া থাকায় তারা এক কথায় বিনাযুদ্ধে দখল করে নেয় আন্ডার ওয়ার্ল্ড। শুধু কোণঠাসা নয়, তাদের প্রতিপক্ষরা এলাকা ছাড়তেও বাধ্য হয়। কিন্তু একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরও শেষ রক্ষা হলো না জনযুদ্ধের। অতীতের ধারাবাহিকতায় এ দলটিও ভেঙে গেল। সেই সঙ্গে আরেক দফা সৃষ্টি হলো উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। হয়তো বাড়বে খুনোখুনিও। যার নিদর্শন শুরু হয়ে গেছে।

গত ৫ সেপ্টেম্বর খুলনায় র‍্যাবের সঙ্গে ক্রসফায়ারে নিহত জনযুদ্ধ নেতা শোয়েবকে কেন্দ্র করেই ভাঙন তিব্রতর হয়। জনযুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসা অংশটি অভিযোগ করছে, মহা ক্ষমতাধর দাদা তপন অকৃতজ্ঞ। আজকে যে তপন জনযুদ্ধের নেতৃত্বে রয়েছে তা সম্ভব হয়েছে তার পুনর্জন্মের কারণেই। পুনর্জন্ম বলতে বোঝানো হচ্ছে, দাদা তপনকে খুলনার পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনাকে। ২০০১ সালের ২৪ জুন তপন যশোরের পুলিশের কাছে ধরা পড়েছিল। এরপর ২০০২ সালের ২৬ জানুয়ারি তপনকে তার বাহিনীর লোকজন খুলনার আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গুলি ও বোমা ফাটিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল ৫ সেপ্টেম্বর খুলনায় ক্রসফায়ারে নিহত শোয়েব। এর পর থেকেই

জিয়া ও বিএনপির নামে চাঁদাবাজি

বিএনপির এক নম্বর যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও বিএনপি ও জিয়ার নাম করে বিএনপি'র ভুঁইফোড় সংগঠনের চাঁদাবাজি অব্যাহত রয়েছে। এসব সংগঠনের নেতা-কর্মীরা জমজমাট তদবির বাণিজ্য, ঈদ বকশিশ বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। বিএনপির হাইকমান্ড এসব সংগঠনের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও দলীয় প্রভাবশালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিন দিন এদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিএনপি'র অঙ্গসংগঠনের পরিচয়ে এসব সংগঠন পাল্টে দিয়েছে চাঁদাবাজির কৌশল। বিএনপি কর্তৃক নিষিদ্ধ এসব সংগঠন চাঁদাবাজি হিসেবে প্রকাশ করছে স্মরণিকা, কেউ করছে শিশুমেলা, নৌবিহার, পুরস্কার বিতরণসহ নানা অনুষ্ঠান। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সব সরকারি অফিস-আদালতে ঈদ বকশিশের নামে ব্যাপক চাঁদাবাজি করেছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠনের প্রথম শ্রেণীর নেতারা নিজস্ব সংগঠনের ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে ইফতার মাহফিলে সাহায্য ও ঈদ বকশিশ দাবি করেছে। অনেকে আবার জিয়াউর রহমানের নামে পুরস্কার বিতরণ এবং সনদপত্র বিতরণ করার নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। শিশুদের বিদেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান, বিটিভিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার নামে অর্থ আদায় করছে। জিয়াউর রহমানের নামে সরকারি জায়গা দখল করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে তৈরি করা হচ্ছে চত্বর। এছাড়া বদলি, প্রমোশন, পদোন্নতি, টেন্ডারসহ সব ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদানের নামে চাঁদাবাজি করা হচ্ছে। যেসব সংগঠনের নামে এই চাঁদাবাজি করা হচ্ছে সেগুলো হলো জিয়া শিশু একাডেমী, জিয়া মঞ্চ, দেশনেত্রী পরিষদ, জাতীয়তাবাদী ভূমিহীন দল, জিয়া গবেষণা পরিষদ, খালেদা জিয়া রিসার্চ কাউন্সিল, আমরা জিয়া হবো জাতীয়তাবাদী সৈনিক দল, জিয়ার চেতনা বাস্তবায়ন পরিষদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব সংগঠন বিএনপি'র অঙ্গসংগঠন দাবি করলেও বিএনপি'র পক্ষ থেকে এদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারপরও অপকর্ম তারা চালিয়ে যাচ্ছে। বিএনপি এসব সংগঠনকে নিষিদ্ধ করলেও তারা বিএনপির নামেই চাঁদাবাজি করছে। স্বভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এরা কি বিএনপির চেয়েও ক্ষমতাশালী।

ধানমন্ডিতে সরকারি জায়গায় শহীদ জিয়া চত্বর

শোয়েব তপনের অত্যন্ত আস্থাভাজন হয়ে ওঠে এবং একের পর এক ভয়াবহ অপারেশন চালিয়ে লাইম লাইটে চলে আসে। এক পর্যায়ে সে-ই হয়ে ওঠে পার্টির সেকেন্ড ইন কমান্ড। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তপনের সঙ্গে শোয়েবের সম্পর্কে চিড় ধরে। যা এক পর্যায়ে চরম আকার ধারণ করে। এমনও অভিযোগ রয়েছে, শোয়েব যে র‍্যাবের হাতে ধরা পড়েছিল, তাতেও তার প্রতি ক্ষুব্ধ পার্টির নেতা-কর্মীদের হাত ছিল। এ নিয়েও দলে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে শোয়েবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে জনযুদ্ধের নামে ব্যাপক চাঁদাবাজি করে বউ নিয়ে ঢাকায় আয়েশি জীবন-যাপন করতো। দলের পক্ষ থেকে তাকে বারবার নিষেধ করা হলেও শোয়েব তা গ্রাহ্য করেনি। এতে জনযুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো। জনযুদ্ধ এ ধরনের অভিযোগ করার পর পার্টির মধ্যে বিভেদ বাড়ে। যা চরমে পৌঁছায় শোয়েব নিহত হওয়ার পর। শোয়েবকে কেন্দ্র করে জনযুদ্ধ যেসব বক্তব্য দেয় তাতে ক্ষুব্ধ হয় শোয়েবের ভাই সুমনসহ তার পক্ষের চরমপন্থিরা। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে পার্টির ভাঙনের মধ্য দিয়ে। গত ২৯ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে যায় জনযুদ্ধ। নিহত শোয়েবের ভাই সুমনের নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ ঘটে গণফৌজের। ঐ দিন পার্টির নেতা পরিচয় দিয়ে জনৈক বিকাশ রায় বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে ফ্যাক্স বার্তায় জানায়, শোয়েব সম্পর্কে কটূক্তি, তপনের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব, বুর্জোয়া ধ্যানধারণা, জমিদারি প্রথা চালু, সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার, তাদের অর্থ লুট, মিথ্যা অভিযোগে দলীয় কর্মী খুন, পার্টির নেতা-কর্মীদের স্ত্রী-বোনদের ওপর লালসার কারণেই আমরা তপনকে পরিহার করতে বাধ্য হয়েছি। এ ধরনের কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার জন্য তপনকে বারবার নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তপন ও তার সাঙ্গপাঙ্গোরা তা না মেনে আরো বাড়াতে থাকে এবং জনগণের সংগঠন জনযুদ্ধকে তার ব্যক্তিগত সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলে। যে কারণে তাকে বাদ দিয়ে আমরা গণফৌজ গঠন করলাম।

এদিকে জনযুদ্ধ ভেঙে যাওয়ার পর অ্যাকশন শুরু করেছে নবগঠিত গণফৌজ। থেমে নেই জনযুদ্ধও। জনযুদ্ধ হুমকি দিয়েছে তারা সব ক্রসক্রসফায়ারের বদলা নেবে। অপরদিকে গণফৌজ প্রধান সুমনসহ তার বাহিনী মুখিয়ে রয়েছে তপনপক্ষীয়দের ঘায়েলসহ শোয়েব হত্যার বদলা নেয়ার জন্য। এ অবস্থায় চুয়াডাঙ্গার পুলিশ গত ২৪ অক্টোবর জেলার ৯৬ জন শীর্ষ সন্ত্রাসীর মধ্যে প্রথম ২০ জনকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য ২০ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই ২০ জনের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে দাদা তপনের নাম। তার গ্রেপ্তার মূল্য ধরা হয়েছে ৫ লাখ টাকা। এ ছাড়া জনযুদ্ধের খুলনা বিভাগীয় সম্পাদক আলমডাঙ্গার আবির হাসান, পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বিভাগীয় সম্পাদক চুয়াডাঙ্গার পলাশজর জামাল ওরফে রবি ও কমিউনিস্ট যুদ্ধের বিভাগীয় সম্পাদক রনি বিশ্বাসকে ধরিয়ে দিতে ১ লাখ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে জনযুদ্ধ ভেঙে যাওয়া, গণফৌজ গঠন, বিবৃতি যুদ্ধ, সেই সঙ্গে এক পক্ষ অপর পক্ষকে ঘায়েল করার প্রস্তুতির মধ্যে শীর্ষ ২০ চরমপন্থিকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য হঠাৎ পুরস্কার ঘোষণাকে অনেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছেন। অনেকেই বলছেন, মূলত জনযুদ্ধকে যারা লালন-পালন করতেন তাদের সঙ্গে চরম মতপার্থক্যের কারণেই তপনের ও জনযুদ্ধের এ অবস্থা হয়েছে। বিশেষ করে ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জেএমবির সঙ্গে জনযুদ্ধের সংশ্লিষ্টতার কথা ওঠায় তাদের সম্পর্কে চিড় ধরে। যার সর্বশেষ পরিণতি জনযুদ্ধে ভাঙন ও ২০ চরমপন্থিকে ধরতে প্রশাসনিক পদক্ষেপ। তবে বাস্তবতা যাই হোক, সার্বিক পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন। আবার কী পরিস্থিতি ঘটে সে আশঙ্কায় ভুগছেন তারা।

চট্টগ্রাম
বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বোমা উদ্ধার

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে রাজধানী ঢাকা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দিলেও সারা দেশে ঈদের ছুটিতে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। বরং অশান্ত পার্বত্য অঞ্চলে সেনা, বিডিআর ও জওয়ানরা অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ৩ ইঞ্চি মর্টার, ২ ইঞ্চি মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড, রকেট লাঞ্চার সেল, বিমান বিধ্বংসী এন্টি এয়ার ক্যাপ্টসহ বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে।

চট্টগ্রামে বোমা নিষ্ক্রিয় করছে র‍্যাব

পার্বত্য চট্টগ্রামের থানছির মদক ঝিড়ি এলাকায় সন্ত্রাসীদের গোপন আস্তানায় অভিযান চালিয়ে ৫৭টি ৩ ইঞ্চি মর্টার, ২টি ২ ইঞ্চি মর্টার, একটি হ্যান্ড গ্রেনেড, ১টি রকেট লাঞ্চার সেল, ১টি বিমান বিধ্বংসী এয়ার ক্যাপ্টসহ বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধার করে।

সার্ক সম্মেলনের প্রাক্কালে এই অস্ত্র কারা আমদানি করেছে সামরিক বাহিনী তা খতিয়ে দেখছে। প্রাথমিকভাবে উদ্ধার করা অস্ত্রগুলো মায়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন আরাকান লিবারেশন পার্টির বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি জঙ্গি সংগঠনগুলোকে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে।

সরকার আন্তরিক হলে সন্ত্রাসী, অস্ত্র ব্যবসায়ী, মাদক ব্যবসায়ী সকলকেই ধরতে পারে। পার্বত্য এলাকায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ধরা পড়ার মধ্য দিয়ে সরকারের সে আন্তরিকতার কথাই প্রমাণিত হলো।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস Lv‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
২২/১৫, খিলজী রোড, শ্যামলী মোঃপুর, ঢাকা
9137450, 0178194753